# শহীদদের আত্মত্যাগের চেতনায় দেশ গড়ার অঙ্গীকার: মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের আত্মত্যাগ, কোটি মানুষের প্রত্যাশা এবং গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি উন্নত, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বুধবার (৫ আগস্ট) জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ অঙ্গীকারের কথা জানান।

বাণীতে মির্জা ফখরুল বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে দেশে চলা কর্তৃত্ববাদী শাসন ও রাষ্ট্রীয় সংকটের বিরুদ্ধে বিএনপি এবং গণতন্ত্রকামী মানুষ ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। এ আন্দোলনে অসংখ্য মানুষ গুম, হত্যা, নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। তবুও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম থেমে থাকেনি এবং এ লড়াইয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দাবিতে ছাত্র-জনতাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ রাজপথে নেমে আসেন। আন্দোলন দমনে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ করা হলেও শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের মুখে ৫ আগস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগ করেন। এর মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক তদন্ত এবং দেশের বিচারিক প্রক্রিয়ায় তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে আইনি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন।

বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে মির্জা ফখরুল বলেন, জনগণের ভোটে সরকার গঠনের পর থেকেই আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ, জ্বালানি সংকট, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপের মধ্যেও সরকার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন, গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর অবস্থান সবসময়ই অটুট। তিনি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জাতির ঐক্য, তরুণদের শক্তি এবং মানুষের আত্মত্যাগের ওপর ভর করেই দেশ আরও এগিয়ে যাবে।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, শহীদদের আত্মত্যাগকে ধারণ করে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা হবে, যেখানে গণতন্ত্র, সুশাসন, ন্যায়বিচার ও নাগরিকের মর্যাদা নিশ্চিত হবে। একই সঙ্গে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন, দেশের মাটিতে আর কখনও স্বৈরাচারের পুনরাবৃত্তি হবে না এবং ৫ আগস্টের চেতনা ভবিষ্যতের পথচলায় জাতিকে অনুপ্রাণিত করবে।